বোতলস্য প্রথম দিবসে

অমল সাহা (বাংলাদেশ থেকে)

সকাল সকালই এই বস্তুটি হাতে পেয়ে কি করবেন ভেবে পান না দর্শন বিভাগের মাননীয় অধ্যাপক খায়রুল হাসান। বস্তুটি পেয়ে তিনি যে খানিকটা পুলকিতও তা তার হৃদপিন্ডের দ্রুত গতিই বলে দিচ্ছে, তিনি আনন্দিত ! আহা ! আহা ! এই রকম ধুকপুক কতকাল শোনেননি। যখন আজ থেকে বিশ বছর আগে হলে স্লিপ পাঠিয়ে গেটে ফেরদৌসী বেগম নয়নার জন্য অপেক্ষা করতেন তখন এ রকম ধুকপুকানি টের পেতেন বুকের মাঝে ! হায় সেসব কতকাল আগের কথা। তিনি বোতলটাকে দ্রুত ভরে ফেলেন নিজের অধ্যাপকসুলভ কাপড়ের ঝোলা সাইড ব্যাগের মধ্যে। বলা বাহুল্য বোতলটা শূন্যগর্ভ নয়। সোমরস পূর্ণ। সাবধানতা দরকার। কয়েকদিন আগেই দলীয় ভিত্তিতে কিছু ফিছেল ছোকড়াকে লেকচারার হিসাবে নেয়া হয়েছে। ওরা যদি জিনিসটায় ভাগ বসানোর আব্দার ধরে তা হলে তিনি না করতে পারবেন না। সে সাধ্য তার নেই। খায়রুল হাসান আজ আর ক্লাশ নিতে পারবেন না। তিনি আজ এ আনন্দের বোঝা বহন করবেন কি ভাবে তাইতো ভেবে পাচ্ছেন না ! ডিপার্টমেন্টের রাফিউল শুক্কুর এখন ডঃ রাফিউল। গত রাতে আমষ্টার্ডাম থেকে এখানে পদার্পণ করেছেন। ওখানে পার্টিসিপেটরী ফিলসফির উপর ডক্টরেট করেছেন। এই অতিরিক্ত জ্ঞান বাড়ার ফলে এবং পার্টির্সিপেটরী ধারনার ফলেই হয়ত তিনি বোতলটাকে একটা পার্টিসিপেটরী বিষয়ে পরিনত করতে চেয়েছেন। তাই সদ্য এসেই তিনি ঘনিষ্ট সহকর্মী খায়রুল হাসানকে দিয়েছেন বোতলটা।

খায়রুল হাসান স্থির মস্তিস্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করার জন্য কিছুক্ষণ তিনি নিজ কক্ষে গিয়ে স্থির হয়ে বসলেন। বাংলা কথায় বলতে গেলে, ঝিম মাইরা বইয়া রইলেন। মাথা তার ঝিম ঝিম করতে লাগল। 'পান করিবার পূর্বেই নেশা চড়িয়া গেল নাকি?' অনেকটা ডাক্তার আসিবার পূর্বেই...। যাইহোক তিনি বেয়ারাকে ডেকে এক গ্লাস পানি চাইলেন। মাথায় এখন তার অনেক চিন্তাচক্র বন্ বন্ করে গ্রহ নক্ষত্রের মত ঘুরছে। কখন পান করতে বসবেন ? কোন মাহেন্দ্রক্ষণে ? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। শুভস্য শীঘ্রম। কোথায় বসবেন ? জটিল প্রশ্ন। জল স্থল অন্তরীক্ষ থাকতেও তিনি এই মূহুর্তে স্থানের অভাব বোধ করছেন। ক্ষনিক ভেবে তিনি নিজ বাসায়ই বসার কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা অসুবিধা আছে। তার আছে ফেরদৌসী বেগম। এই মূহুর্তে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এক গার্লস হাই স্কুলের জাঁদরেল প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে কর্মরত। পিছন লোকে বলে খান্ডারনী। এবিষয়ে খায়রুল হাসান একমত। তিনি এখন মনে মনে এই খান্ডারনীর ভেতর ভূতপূর্ব নয়নার আবছায়া খুঁজে ফেরার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। সে যাহোক সেটা অন্য প্রসঙ্গ। এখন কাকে বলা যায় এই সুভ সংবাদ ? একাতো মৌতাত আসবে না। আচ্ছা ইংরেজির সমরজিৎ রায়কে ? একটু ভেবেই তিনি নামটা বাতিল করে দেন। নাহ্ ও শালা সিন্ডিকেট মিটিংয়ে তার আপ্যায়ন সংক্রান্ত একটা প্রস্তাব নিয়ে তাকে প্রায় ছ্যাড়াব্যারা করে ফেলেছিল। ভূগোলের সাত্তার সাহেবকে বললে কেমন হয় ? নাহ্ এই নামটাও বাতিল করতে হয়। কারণ সাত্তার সাহেবের শিক্ষকজনিত গাম্ভীর্যতার আধিক্য। হয়ত এইসব মদীয় মাহফিলের কথা শুনলে আরো গম্ভীরতর হয়ে যেতে পারেন। তাছাড়া কয়েকদিন আগে তিনি ই সি জি করিয়েছিলেন। হৃদপিন্ড নাকি খানিকটা দূর্বলতা দেখাচ্ছে। সর্বনাশ। শেষে খেয়ে দেয়ে হার্ট ফেল করলে আরেক কেলেঙ্কারী হবে। শালা নিজেও মরবে আমাকেও মেরে রেখে যাবে। ভেজালে গিয়ে কাজ নেই। বাদ। কেমেষ্ট্রির হাসান জামিলকে ? ওরে বাবা যে মেজাজ ! একবার শেরাটনে যে কেলেঙ্কারী করেছিলেন। আচ্ছা জুনিয়র কাউকে বললে কেমন হয়? কন্ট্রোলের মধ্যে থাকবে। এসোসিয়েটের নিচে নামা যাবেনা। তবে এসিস্টেন্ট প্রফেসর পর্যন্ত চলতে পারে লেকচারার কখনই নয়। খায়রুল হাসান ফোন তুলে নিলেন সদ্য প্রমোশন প্রাপ্ত তাহারুল জহিরের কাছে ফোন করার জন্য। এই গত মার্চে তাহারুল ছোড়াটা এসিস্টেন্ট প্রফেসর থেকে এসোসিয়েট প্রফেসর হয়েছে। খুবই ভদ্র ছেলে। ও আবার কবিতা টবিতা লেখে। চটপটে তরিৎকর্মা। ওকে দিয়ে অনায়াসে আনুষাঙ্গিক খাদ্যাদি যেমন, গরুর ভূনা, চানাচুর, শশা ইত্যাদি আনানো যাবে।

'হ্যালো তাহারুল, আমি খায়রুল-'

'স্লামালেকুম, স্যার বলুন-'

'আরে আজ আর স্যার বলো না বলো বন্ধু'

'স্যার !'

'আবার স্যার ? শোনো এক্ষুনি চলে এসো - একটা জিনিস পেয়েছি - দেখবে - চাখবে - বিমলান্দ পাবে। সব আনন্দেইতো আজকাল ভেজাল মিশে গেছে। এটাতে পাবে বিমলানন্দ। বিমল+আনন্দ !'

'স্যার, সরি খায়রুল ভাই যদি একটু হিন্টস্ দিতেন - চাখবে কথাটা কেমন যেন একটু অন্য রকম শোনাচ্ছে...'

'আরে আবার হিন্টস্ চাচ্ছ কেন ? সরাসরিই বলি একটা বোতল পেয়েছি।'

'বোতল !'

'আরে হ্যাঁ, খালি বোতল নয়। মালভরা বোতল।'

'মাল !' টেলিফোনের অপ্রান্ত থেকে তাহারুল জহিরের বিস্ময়াভূত কণ্ঠ শোনা যায়।

'হ্যাঁ তাহলে আর বলছি কি ? বিদেশী ওয়াইনের নতুন বোতল। একবারে ভার্জিন। কেউ ছোঁয়নি।'

তাহারুল জহির বিগলিত, 'স্যার সত্যি আমাকে আসতে বলেছেন ?'

'আবার স্যার ! আরে আসো। আজ গুরুতে শিষ্যতে মিলিত হ'ব এক মোহনায়' খায়রুল হাসান খানিকটা দার্শনিকতাও ঝেড়ে দেন চান্স পেয়ে।

'স্যার আমি এনাফ লাকি। আমার একটা ক্লাশ আছে, সেটা নিচ্ছিনা। শত হলেও আপনার ডাক।'

'এসো এসো।'

'খায়রুল ভাই, দুজনেই এক বোতল সাবাড় করব ? পারবতো ?' তাহারুল জহিরের কণ্ঠে উপচানো আনন্দ।

'কেন ? কাউকে আনতে চাও নাকি ? ইয়ার দোস্ত আছে নাকি ? দেখ আবার বেশী জুনিয়রদের এনে হাজির করনা।'

'না না কি যে বলেন। আপনার মান মর্যাদা হানি হয় এমনটা আমি চিন্তা করব কি করে ? আমার দু'একজন ওয়েল উইশার আছে তাদের এই সুযোগে একটা চান্স দিলে আমার মনে হয় তাদের কাছে আমার ঋণের বোঝা কমবে।'

'এক্সলেন্ট। এটাই হ'ল পার্টিসিপেটরী ফিলোসাফি। মরেঙ্গেতো, একসাথে মরেঙ্গে। নিয়ে এসো দু'একজন।'

'আপনার কেউ নেই ?'

'আরে না। আমার পরিচিত শালারা কেবল অন্যের ইয়েতে বাঁশ দেয়ার জন্য রেডি হয়ে আছে। বুঝেলে মানুষ যতই বুড়া হয় ততই খচ্চর হয়। ঠিক আছে আসো। আর হ্যাঁ একটা কাজ করো - গেটের নুরুল হকের হোটেল থেকে পরিমান মতো গরুর ভূনা মাংস, এক প্যাকেট চানাচুর আর সেরখানেক শশা আর একটা মাঝারী স্প্রাইট নিয়ে এসো।'

'কিন্তু টাকা ?'

'আরে ধুর্ তোমার দেখছি আমার ওপর মোটেও বিশ্বাস নেই- তুমি নিয়ে এসো। আসলেই তোমাকে আমি পেমেন্ট করে দেবো।'

'আচ্ছা। খায়রুল ভাই আমি কি জিনিসপত্র নিয়ে আপনার বাসায় চলে যাব ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বাসায় আসবে নাতো কোথায় আসবে ? ডিপার্টমেন্টে বসে মদ খাবো নাকি ? কলির সন্ধ্যা নামিয়ে ফেলতে চাও নাকি ? মনে রেখ এখনও চন্দ্র সূর্য ওঠে।'

'স্যরি। কখন যাব ?'

'এক্ষুনি আসো। আমি এখনই বাসায় চলে যাচ্ছি।' খায়রুল হাসান ঝপ করে ফোন রেখে দেন। বিড়বিড় করেন, ব্যাটা বড় বেশী কথা বলে।

খায়রুল হাসান বেয়ারাকে তার রুম বন্ধ করে দিতে বলেন। তিনি তার অধ্যাপকসূলভ কাপড়ের ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। আজ তার দুটো ক্লাশ ছিল। নেবেন না। জীবনে এমন বিশেষ দিন ক'বার আসে ? ছাত্র জীবনে এ বিষয়টা কিছুই না। ইচ্ছে হলেই দু'চার জন বন্ধুবান্ধব মিলে দল গঠন করে 'পানে'র জন্য পথপানে নেমে পড়া যায়। কিন্তু অধ্যাপকদের জন্য বিষয়টা প্রাচ্য সমাজ দর্শন অনুযায়ী কঠিনই বটে। 'এই জন্যেই হালার মাঝে মইধ্যে মন প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যে ধায়।' খায়রুল হাসান বিড়বিড় করেন। পাশ্চাত্যে এইসব কোন বিষয়ই না। কিন্তু শালার এই দেশে অধ্যাপকমন্ডলীর সব কিছুতে যেন বাধা। প্রেম করা যাবেনা, মদ খাওয়া যাবেনা। রাম গরুরের ছানার মত দশা। মাগনা জিনিসও ছেড়ে দেব নাকি ? নো নেভার। ডু অর ডাই। এইসব ভাবতে ভাবতে খায়রুল হাসান তার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়াটার্সে চলে আসেন। দরজা বন্ধ করে প্রথমেই ফ্রিজ খুললেন, বরফ আছে কিনা তা দেখার জন্য। বরফ দিলে গলা জ্বলা অনেকটা কমে আসে। নইলে জ্বলা গলা সহ্য করতে হয়। এই বয়সে এতো জ্বালা জ্বালা ভাল লাগবে না। খায়রুল হাসান ঠুকতে ঠুকতে একটা টিনের কৌটা থেকে কিছু পুরান ভাঁজা বাদামও বের করে ফেলেন। গত বছর রংপুর থেকে একটা সতরঞ্চি এনেছিলেন সেটা ড্রয়িং রুমে টানটান করে পাতলেন। চারদিকের জানালার পর্দা টেনে দিয়ে লাইট জ্বালিয়ে দিলেন। সবুজ ডিম লাইট। সাউন্ড সিস্টেমটা চালু করে সেখানে গোলাম আলীর গজল চালিয়ে দিলেন, পেয়ার কি বাতিয়া মিঠি মিঠি লাগে...

তারপর শোকেস থেকে হাফ ডজন কাঁচের গ্লাস বের করে নিজের হাতেই রান্নাঘরে নিয়ে ধুতে বসলেন। এই মূহুর্তে তিনি বুয়া। জগৎ সংসারে মানুষের ভূমিকার কত পরিবর্তন হয় ! ধোয়া শেষ হওয়া মাত্র দরজার দিক থেকে তিনি লোকজনের শব্দ শুনতে পেলেন। এতো লোকজনের কথা শোনা যাচ্ছে কেন ? আবার পুলিশ আসলো নাকি ? মানুষেরতো বিপদের শেষ নাই। সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেল বেজে উঠল তিনি কাঁচের গ্লাসগুলি বেসিনে রেখেই দনজা খুলতে গেলেন। প্রথমে আইহোলে চোখ রাখলেন। সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন তাহারুল জহির। এ কি ! এসব কারা ? তাহারুল জহিরের পিছনে ঢুকলেন সমরজিৎ রায়চৌধুরী, হার্টের রুগী সাত্তার সাহেব আরেকজন বেঁটে মত কে যেন একটা। সমরজিৎ রায়চৌধুরী ঘরে ঢুকেই হৈ হৈ করে উঠলেন, 'আরে খায়রুল ভাই ভিতরে ভিতরে এতো রসিক জানতাম নাতো ! আমি ভাই স্যরি সিন্ডিকেট মিটিংয়ে আপনার আপ্যায়ন প্রস্তাব নিয়ে বেশ ঘাপলা করেছিলাম। অথচ দেখুন নিয়তির পরিহাস, আমি এখন আপনার বাসায় আপ্যায়িত হতে চলেছি। হা হা হা...'

খায়রুল হাসান মনে মনে গালি দেন, শালা মদের নাম শুনে সুরসুর করে চলে এসেছো। এখন আবার কাটা ঘায়ে লবনও ছিটাচ্ছ !

ভূগোলের সাত্তার সাহেব কৈফিয়ত দেন, 'ভাইরে বাঁচব কয়দিন - মালটাল খেয়েই মরি।' সমরবাবু যখন বললেন - 'আমি আর না করতে পারলাম না।'

খায়রুল হাসান ভদ্রতা করেন, 'না না ঠিক আছে। আপনি মুরুব্বি। সব কাজে একজন মুরুব্বি দরকার।' মনে মনে বললেন, বুইড়া বান্দর।

মনে মনে খায়রুল হাসান বেটের পরিচয় জানার জন্য ছটফট করছিলেন, এই মর্কটটা আবার কে ?

তাহারুল জহির পরিচয় করিয়ে দেন, এই হচ্ছে ফরহাদ গিয়াস, আমাদের ডিপার্টমেন্টের ভিজিটিং প্রফেসর। ফরহাদ গিয়াস হাত বাড়িয়ে দেন, 'ফরহাদ, পি এইচ ডি, দিল্লি স্কুল অব ইকোনমিক্স।'

- তুই মর্। তোকে কে এখানে ভিজিট করতে আসতে বলেছে ? খায়রুল হাসান মনে মনে গাল দেন। এখন তার খুব দুঃখ হচ্ছে, এতো বান্দর জুটলো কিভাবে ? কাউকে না বললেই ভাল হ'ত।

তাহারুল বলে, 'স্যার তিন'শ টাকা গেছে গরুর ভূনা, চানাচুর আর স্প্রাইট আনতে।'

'ঠিক আছে আমি এখনই টাকা দিয়ে দিচ্ছি।'

খায়রুল হাসান সবাইকে সতরঞ্চির উপর বসতে বলে গ্লাস আনতে গেলেন। সঙ্গে বোতলটাও। ভিতরে গিয়ে আবার ড্রয়িং রুমে এসে তাহারুলকে ডাকলেন, 'এদিকে এসো আমার সঙ্গে একটু হাত লাগাও।'

গ্লাসগুলি হাতে দিতে দিতে তাহারুলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কি সবাই তোমার ওয়েল উইশার নাকি ? সব্বাই ?'

'জ্বী কেন কিছু হয়েছে নাকি ? আর এদেরকে বলা মাত্র কেমন যেন রাজী হয়ে গেল। কোন অসুবিধা হাসান ভাই ?'

'না না। এই নাও তোমার টাকাটা। এতো ভূনা কে আনতে বলেছে ?'

'হাসান ভাই, ভুনা নিয়ে যাতে খুনাখুনি না হয় - সে জন্যই এতোগুলি ভুনা আনা। আর মাল পেটে পড়লে কার মেজাজ কি হয় বলাতো যায় না।'

খায়রুল হাসানের এবার একটু ইগোতে লাগে, 'আমার সামনে মাল কথাটা উচ্চারণ করোনা।'

'জ্বী। ঠিক আছে।' তাহারুল জহির বিনয়ী স্বরে বলে।

'আমি যাচ্ছি, তুমি ওই বড় বাউলটা নিয়ে যেও ভুনা রাখতে হবে।'

সবাই ততক্ষণে সতরঞ্চিতে বসে পড়েছে। অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত সবার মুখ। বোতলটা নিয়ে খায়রুল হাসান ঢুকতেই সবাই একযোগে চিয়ার্স করে উঠল। সমরজিৎ রায় উল্লসিত, রিয়েলি ইট ইজ ড্যাম জয় ! ভূগোলের সাত্তার সাহেব বলে উঠলেন, 'পৃথিবী সত্যি বৈচিত্রে ভরপুর !'

শুধু খায়রুল হাসান গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, আমরা এখানে শুধু মদ পান করতে আসি নাই। আমরা পার্টিসিপেটরী ফিলসফির নমুনা বাস্তবায়ন করতে চাই। কোন তাড়াহুড়া নাই সব হবে ধীরে সুস্থে।'

সমস্বরে একটা হল্লা উঠল, 'অবশ্যই অবশ্যই।' সবাই পার্টিসিপেটরী ফিলসফির প্রতি সমর্থন জানায়। যখন বোতল খোলা হ'ল তখন আরেক প্রস্ত হৈ চৈ শোনা গেল।

গরুর ভুনা দেখিয়ে সাত্তার সাহেব সমরজিৎ রায়কে বললেন, 'দাদা আজ চলবে নাকি ?'

সমরজিৎ রায় উদার কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আজ আর বিভেদ নয়, নয় কোন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা। আজ আমরা হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই - সব চলবে আজ।' এই বলে তিনি তক্ষুনি উদারতা প্রদর্শনের জন্য এক টুকরা গরুর গোশত মুখে দেন।

গরুর ভুনা, চানাচুর, শশা আর পুরান বাদাম ভাজাঁ সহযোগে চলল ছিপ ছিপ শব্দে সিপ দেয়া।

বোতল তলানিতে এসে ঠেকলেও কারো কোন নেশা হচ্ছেনা দেখে সবার টনক নড়ল কি ব্যাপার ? দিল্লি স্কুল অব ইকোনমিক্স রাগী কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, শালা দু'নম্বরী মাল দিয়েছে - যেখানে ক্যাপিটালিজম থাকবে সেখানে এমন হবেই - করাপশন করোগেটেড ইকোনমিক্স। এই জন্যই দরকার মার্কসবাদী ইকোনমিক্স... হোয়ার...

খায়রুল হাসান হাত তোলেন, চুপ করুন। এ সমন্ধে হেগেল কি বলেছিলেন, জানেন ?

সমরজিৎ রায় বরাবরই খায়রুল হাসানের বিরদ্ধে। এ ফলস্ ওয়াইনে তার মাত্রা আরো বেড়েছে। তিনি উঠতে উঠতে বললেন, ইটস এ্যা সিম্পল কন্সপেয়ারসী। আমাদের ডেকে এনে ষড়যন্ত্র, বোকা বানানো। আর উই ফুলিশ ক্রোকোডাইল ?

'দেখুন আমি আপনাকে আসতে বলিনি' খায়রুল হাসান পাল্টা ঝাড়ি নেন।

সমরজিৎ রায় শোকে ছাদের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, 'ধর্ম নষ্ট করলামরে ভাই।'

'কি হে আমিতো হার্টের রুগী, আমাকে আবার এখানে এনে ফেললে কেন ?'

তাহারুল জহির এখানে সর্ব কনিষ্ঠ। তাহারুল মিন মিন করে অধ্যাপক সাত্তার খাসনবীসকে সামাল দিতে চেষ্টা করে, স্যার আমি আপনাকে ভালর জন্যই বলেছিলাম। অল্প ওয়াইন স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।'

অধ্যাপক সাত্তার ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'ভালর নমুনা তো দেখলাম। একটু মাথাওতো ঝিম ঝিম করল না।'

অধ্যাপক সাত্তারের কণ্ঠে পরিষ্কার হতাশা।

শেষে তরুন তুর্কি তাহারুল জহিরই আবিস্কার করে যে, এই ওয়াইনে মাত্র তের, মানে আনলাকি থার্টিন পার্সেন্ট এলকোহল আছে। এই পার্সেন্টিজে কোন কিছুই হওয়ার নয়।

খায়রুল তখন শোক সাগরে ভাসছেন। তার তিন'শ টাকা পানিতে গিয়েছে। দিল্লি স্কুল অব ইকোনমিক্স সব হারানো গলায় তাহারুলকে বলেন, 'এভাবে আমাদের সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। টাইম ইজ মানি।'

খায়রুল হাসান পরিমিতভাবে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন এই কথা শুনে। অনেকটা বাতাসে ভাসিয়ে রাগতঃ গলায় বলে ওঠেন, 'আমিতো আর বোতলের ভিতর গিয়ে বসে থাকিনি।'

এমন সময় কলিং বেলের শব্দ শোনা গেল কিছু বুঝে ওঠার আগেই তরুন তাহারুল গিয়ে দরজা খুলে দেয়। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত। দরজা দিয়ে ঢোকলেন নয়না বেগম। হেড মাস্টার, মাতৃময়ী গার্লস হাই স্কুল।

কড়া এবং দোদন্ড প্রতাপশালীনি। দেখেই খায়রুল হাসানের হাত থেকে গ্লাস কাত হয়ে সতরঞ্চিতে পড়ে গেল। ঘরে ঢুকেই নয়না বেগম চিল চিৎকার দেন, ম-দ !!!

তারপর বয়ান শুরু, ছিঃ ছিঃ আপনারা হলেন সোসাইটির রোল মডেল আর আপনারা কিনা শেষ পর্যন্ত...'

'মদ ইজ নট সিন এট অল' সমরজিৎ রায় পাল্টা কিছু একটা খাড়া করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন কাজ হ'লনা।

নয়না বেগম দ্বিগুন তেজে বাক্যবাণ ছোড়া শুরু করেন, বোঝলাম মদ কোন পাপ নয় কিন্তু আপনাদের মত বিজ্ঞ লোকেরা যখন খায় তখন কি দাঁড়ায় ? ছিঃ ছিঃ আর সাত্তার ভাই, আপনার হার্ট ডিজিজ ? ভাবী সেদিন বলছিল আর কাঁদছিল...'

'আরে ওতো ফেত্ কান্দনি। গাছের পাতা পড়লেও কাঁদে' প্রফেসর সাত্তার সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু নয়না বেগম এসবের ধার দিয়েও যান না। তিনি এখন অবিরাম, 'এগুলো হ'ল অসভ্যের কাজ। এই খায়রুল, তোমাকে বলছি, আমি ঘরে নেই আর অমনি মদের আসর জুটিয়ে বসেছ ? আমি যদি এখন তোমার ছাত্রছাত্রীদের গিয়ে বলি যে, তোমাদের দেবতুল্য স্যার ঘরে মদের আসর বসান তা হলে - এই তাহলে ?' নয়না বেগম তরুন তাহারুলের দিকে আঙ্গুল তোলেন।

'তা সে বলতেই পারেন' তাহারুল জহির জবাব দেন।

'তুমি মদ খাও ? এর চে ইয়ে খেতে পারনা ? এই সেদিনের ছেলে। নাউযুবিল্লাহ।'

আসলে নয়না বেগম প্রতিদিন আসেন পাঁচটার পরে। কিন্তু আজ একটা টেবুলেশন শীট ফেলে যাওয়াতে ভাবলেন, দুপুরের ভাতও খেয়ে যাবেন কাগজটাও বাসা থেকে নিয়ে যাবেন। তাই এই অসময়ে আসা। ভাগ্যে দূর্ভাগ্য থাকলে যা হয়। আজই খায়রুল হাসান বোতলটা পেয়েছেন। সাত্তার খাসনবীস দরজা দিয়ে বের হবার সময় বললেন, 'বড়ই অপমানিত হলাম হে।'

সবাই একে একে বেরিয়ে গেল। বাকী রইলেন খায়রুল হাসান। একা পেয়ে নয়না বেগম খায়রুল হাসান প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। খায়রুল হাসান স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'আরে ওটাতো মদ নয়, মদ নামের কলঙ্ক। মাত্র তের পার্সেন্ট এলকোহল আছে। ওতে আমাদের কোন নেশা হয়নি।'

নয়না বেগমদ্বিগুন ক্ষিপ্ত হ'ন, আমাকে বিজ্ঞান শিখায়ো না, যদি মদই না হ'ত তবে কেন আসন বসিয়েছে ? গরুর মাংস, চানাচুর এসব কিসের জন্য ? বাপের শ্রাদ্ধের জন্য ?

খায়রুল হাসান এবার খুবই মর্মাহত হ'ন। একেতো মরা বাপ তার উপর হিন্দু শ্রাদ্ধ এনে ফেলায় খায়রুল হাসান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, আর একদন্ড নয়। এবার সংসার ত্যাগ করতে হবে।

তিনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়েন নয়না বেগমের বাক্যবাণ উপেক্ষা করে। খায়রুল হাসান সোজা ডিপার্টমেন্টে চলে আসেন। ঝিম মেরে বসে থাকেন। শালার এই দুঃখ রাখি কোথায় ? না হইল নেশা। গচ্চা গেল তিন'শ টাকা। বাড়তি পাওনা বউয়ের বজ্রসহ বৃষ্টিপাত। কলিগদের সামনে অপমান। এরা কি তাকে সিন্ডিকেটে ছেড়ে দেবে ? খায়রুল হাসান নিজ মনে বিড়বিড় করেন। এভাবে কিছুক্ষণ যায়। বেয়ারা এসে উঁকিঝুকি দেয়। তারপর হঠাৎই খায়রুল হাসান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, এই মন্টু - মন্টু এদিকে আয় বেয়ারা সামনে এসে দাঁড়ায়। বেয়ারা অবাক হয়। স্যার শান্ত সৌম্য মানুষ হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেলেন কেন ?

খায়রুল হাসান পকেট থেকে একটা একশ টাকার নোট বের করে বেয়ারার হাতে দিয়ে বলেন, 'যা সাভার থেকে দুই পোটলা বাংলা নিয়ে আয়।' আগ্রহীদের উদ্দেশ্যে বলছি, সাভারে গনসা'র দোকানে কাস্টমারদের সুবিধার্থে একপোয়া আধাপোয়ার (বলে বাহুল্য, এখানে অদ্যাবধি মেট্রিক পদ্ধতি চালু হয় নাই) পলিথিনের ঠোঙ্গায় খুচরা 'দেশী' সানন্দে সরবরাহ করা হয়।

'বাংলা !' মন্টুমিয়া ভিরমী খায়।

'হ্যাঁ। বাংলা বুঝিস না ? বাংলা মানে বাংলা নিয়ে আয়। মেড ইন বাংলাদেশ। দেশী জিনিস। শুনিস নি, দেশী পণ্য কিনে হও ধণ্য ?'